পরিশিষ্ট: ২৪(ক)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু)

২০২৫

গঠনতন্ত্র

(০১.০৮.২০২৫ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ৫৬২তম সিন্ডিকেট সভার ২৫ নং সিদ্ধান্তে অনুমোদিত)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু)

গঠনতন্ত্র

ভূমিকাঃ

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম, যা' তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান, সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধি এবং সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের সুযোগ সৃষ্টি করে। এটি শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং ক্যাম্পাসের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ছাত্র সংসদ শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি, মতামত, ভাবনা ও পরিকল্পনাকে একীভূত করে, শিক্ষার্থীদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি একাডেমিক এবং সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে কার্যকর সংযোগ স্থাপন করে, ছাত্র সংসদ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে এবং শিক্ষার্থীদের স্বার্থ রক্ষা, প্রশাসনের সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজসেবামূলক ও সৃজনশীল কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করে। একটি কার্যকর ছাত্র সংসদ বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও প্রাণবন্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও শিক্ষার্থীবান্ধব করে তোলে এবং শিক্ষার্থীদের অধিকার, ন্যায্যতা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

এই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ গঠনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যার নিয়মাবলী নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

১. নামঃ

এই ছাত্র সংসদ "চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু)" নামে পরিচিত হবে।

ব্যাখ্যাঃ

ক) এই গঠনতন্ত্রে "শিক্ষার্থী" বলতে তাদের বোঝানো হবে এবং অন্তর্ভুক্ত করা হবে যারা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো আবাসিক হলের আবাসিক ও অনাবাসিক ছাত্রছাত্রী হিসেবে সংযুক্ত রয়েছেন এবং যারা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সরাসরি পরিচালিত কোনো (অনার্স, মাস্টার্স, এম.ফিল. অথবা পিএইচ.ডি.) কোর্সে অধ্যয়নরত রয়েছেন;
খ) সংসদ বলতে "চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু)"- কে বোঝাবে;
গ) পদাধিকারী দ্বারা "চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ" এর কার্যনির্বাহী পরিষদের পদাধিকারী সদস্যদেরকে বোঝানো হবে;
ঘ) সদস্য বলতে "চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ" - এর সদস্যদেরকে বোঝাবে;
ঙ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও মাস্টার্স করা ছাত্রছাত্রীগণ যাঁরা M. Phil./Ph.D. কোর্সে ভর্তি হয়েছেন শুধু তাঁরাই সদস্য পদ পাবেন;
চ) M. Phil./Ph.D. কোর্সে ভর্তিকৃত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক সদস্য পদ পাবেন না;
ছ) নির্বাচিত কোন সদস্য পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হলে তাঁর পদ শূণ্য বলে গণ্য হবে;

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

সংসদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবেঃ

ক) শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক হিসেবে প্রস্তুত করা, তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি সৃষ্টি ও বিকাশ করা এবং শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের বিষয়ে কাজ করা;
খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষার্থী এবং দেশ ও বিদেশে অবস্থিত সহযোগী বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মাঝে সহমর্মিতা, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করা;
গ) শিক্ষার্থীদেরকে বক্তৃতা, লেখালেখি ও বিতর্কসহ বিভিন্ন দক্ষতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সুযোগ-সুবিধাগুলো যথাযথভাবে কাজে লাগানোর উপযোগী করে গড়ে তোলা;
ঘ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪ এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চেতনা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সমুন্নত রাখা ।

কার্যাবলি:

ক) শিক্ষার্থীদের অধিকার, চাহিদা ও সমস্যাগুলো প্রশাসন এবং শিক্ষকদের কাছে উপস্থাপন করা;
খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষার্থী সুসম্পর্ক সমুন্নত রাখা;
গ) প্রতিটি শিক্ষাবর্ষে বক্তৃতা, বিতর্ক, আবৃত্তি, প্রবন্ধ লেখা, খেলাধুলা ও ক্রীড়া বিষয়ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা;
ঘ) শিক্ষার্থীদের গবেষণা, পরিবেশ, উদ্ভাবন, মানবাধিকার, স্বাস্থ্যসেবা, যোগাযোগ ও আবাসন সংক্রান্ত বিষয়ে ভূমিকা রাখা এবং সামাজিক সম্মেলন, নাটক, সঙ্গীতানুষ্ঠানসহ অন্যান্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা;
ঙ) ছাত্র সংসদের সদস্যদের মাধ্যমে মানবিক ও সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা;
চ) রিডিং রুম ও কমন রুম পরিচালনা করা এবং বছরে অন্তত: একটি স্টুডেন্ট জার্নাল প্রকাশ করা;
ছ) বিভিন্ন খেলাধুলা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা;
জ) আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতা ও শিক্ষা সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করা এবং একই উদ্দেশ্যে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো;
ঝ) কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে অন্যান্য সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৩. সদস্যপদ:

ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল নিয়মিত শিক্ষার্থী, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হলে অবস্থান করছেন বা হলের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং যারা দাপ্তরিকভাবে বার্ষিক সদস্যপদ ফি প্রদান করেছেন, তারা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সাধারণ সদস্য তথা ভোটার হিসেবে গণ্য হবেন;
খ) চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোটার ও প্রার্থী হতে হলে শিক্ষার্থীকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণকালীন শিক্ষার্থী হতে হবে (যিনি ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়ে স্নাতক, মাস্টার্স, এম.ফিল. বা পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত এবং কোনো আবাসিক হলে অবস্থানরত বা সংযুক্ত)।
গ) সান্ধ্যকালীন কোর্স, পেশাদার বা এক্সিকিউটিভ মাস্টার্স, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট ও ভাষা কোর্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা ভোটার বা প্রার্থী হওয়ার যোগ্য হবেন না। একইভাবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ও সংযুক্ত কলেজ/ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরাও নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না।

৪. মেয়াদ কাল:

কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচিত সদস্যদের মেয়াদকাল হবে শপথ গ্রহণের পর থেকে ১ (এক) বছর। মেয়াদান্তে উক্ত কার্যনির্বাহী কমিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হবে ।

৫. সদস্যদের অধিকার:

সকল সদস্য ছাত্র সংসদ কর্তৃক প্রদেয় সকল সুযোগ-সুবিধা সমানভাবে ভোগ করতে এবং সংসদ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

৬. সদস্যপদ বাতিল:

ক) ফি না দেয়ার কারণে যেসব শিক্ষার্থীর নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে এবং যাদের নাম বাদ দেয়ার তারিখ থেকে ৯০ দিন পেরিয়ে গেছে, অথবা যাদের অন্য কোনো কারণে অপসারণ বা ছাত্রত্ব বাতিল করা হয়েছে, তারা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সদস্য/ভোটার হিসেবে গণ্য হবেন না;
খ) আদালত কর্তৃক যৌক্তিক কারণে সন্দেহাতীতভাবে দোষী সাব্যস্ত হলে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ছাত্রত্ব বাতিল করা হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর সদস্যপদ বাতিল হবে।

৭. কার্যনির্বাহী কমিটি:

ক) কার্যনির্বাহী কমিটি নিম্নলিখিত পদাধিকারী এবং ৫ (পাঁচ) জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে গঠিত হবে:

১. সভাপতি
২. কোষাধ্যক্ষ
৩. সহ-সভাপতি
৪. সাধারণ সম্পাদক
৫. যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
৬. খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক
৭. সহ-খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক
৮. সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক
৯. সহ-সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক
১০. দপ্তর সম্পাদক
১১. সহ-দপ্তর সম্পাদক
১২. ছাত্রী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক (নারী শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত)
১৩. সহ-ছাত্রী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক (নারী শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত)
১৪. বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক
১৫. গবেষণা ও উদ্ভাবন বিষয়ক সম্পাদক
১৬. সমাজসেবা ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক
১৭. স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক
১৮. মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক
১৯. 'ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট' ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক
২০. যোগাযোগ ও আবাসন বিষয়ক সম্পাদক
২১. সহ-যোগাযোগ ও আবাসন বিষয়ক সম্পাদক
২২. আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক
২৩. পাঠাগার ও ক্যাফেটোরিয়া বিষয়ক সম্পাদক
২৪. নির্বাহী সদস্য- ৫(পাঁচ) জন

খ) নির্বাহী কমিটি সংসদের কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য দায়ী থাকবে।
গ) সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ ব্যতীত নির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ প্রতি বছর উপাচার্য কর্তৃক নির্ধারিত একটি তারিখে ও পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

৮. পদাধিকারী ও তাঁদের কর্তব্য:

(১) সভাপতি:

ক) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদাধিকার বলে সংসদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো একজন উপ-উপাচার্যকে সংসদের সভাপতি হিসেবে মনোনীত করতে পারবেন। উপ-উপাচার্য না থাকলে উপাচার্য যে কোন একজন অধ্যাপককে সভাপতি মনোনীত করতে পারবেন। সভাপতি সংসদের অধীনে অনুষ্ঠিত সকল সভা ও বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন, যার মধ্যে নির্বাহী কমিটি, অন্যান্য কমিটি এবং উপ-কমিটির সভাগুলো (যদি থাকে) অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এছাড়াও তিনি -

১) সংসদের কার্যক্রম নির্ধারিত বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা' নিশ্চিত করবেন;
২) গঠনতন্ত্র লঙ্ঘিত হলে বা যেকোনো জরুরি অবস্থার সৃষ্টি হলে সংসদের সুষ্ঠু কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
৩) সমস্ত বিধির ব্যাখ্যা প্রদান করবেন এবং তাঁর দেওয়া ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

খ) কার্য নির্বাহী কমিটির কোনো সদস্য চাকসু ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থের পরিপন্থী বা গঠনতন্ত্র-বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করলে ৩ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নিতে পারবেন। তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হলে নির্বাহী কমিটির মাধ্যমে যথোপযুক্ত শাস্তি কার্যকর করতে পারবেন;

গ) যেকোনো অচলাবস্থার সময় সংসদের মঙ্গলের জন্য এবং একাডেমিক কার্যক্রম সচল রাখার স্বার্থে পর পর ২ বার নির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করেও পরিস্থিতি উত্তরণে সফল না হলে নির্বাহী কমিটি ভেঙ্গে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে পারবেন অথবা সংসদ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদক্ষেপ নিতে পারবেন;

ঘ) সভাপতির অনুপস্থিতিতে কোষাধ্যক্ষ সভায় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন;

ঙ) উপাচার্যের অনুমোদন ব্যতীত কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক বা সংসদের সাধারণ সভায় গৃহীত যে কোনো সিদ্ধান্ত বৈধ বলে গণ্য হবে না।

(২) কোষাধ্যক্ষ:

ক) সংসদের অন্যান্য পদাধিকারীদের নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর, সভাপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্য থেকে একজন কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করবেন;

খ) কোষাধ্যক্ষ সংসদের তহবিলের দায়িত্বে থাকবেন এবং অনুমোদিত বাজেটের আলোকে ব্যয় কার্যক্রম তদারকি করবেন;

গ) কোষাধ্যক্ষ বাজেটের সীমার মধ্যে সাধারণ সম্পাদক ও বিভাগীয় সচিবদের অগ্রিম অর্থ প্রদান করবেন এবং তাদের রক্ষিত হিসাব বই পর্যবেক্ষণ করবেন;

ঘ) কোষাধ্যক্ষ সংসদের খরচের বিল পাস করবেন এবং সমস্ত ব্যয় ভাউচার দ্বারা পরিচালিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন;

ঙ) সংসদের তহবিলের হিসাব পরিচালনা করবেন এবং চেকে স্বাক্ষর করবেন।

(৩) সহ-সভাপতি:

ক) সংসদের নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন;

খ) শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করবেন;

গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও গবেষণা পরিবেশ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করবেন;

ঘ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন;

ঙ) সংসদের সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সুসম্পর্ক তৈরি করতে এবং তা' বজায় রাখতে সচেষ্ট হবেন।

(৪) সাধারণ সম্পাদক:

ক) সভাপতির অনুমোদনক্রমে সংসদের নির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করবেন এবং আলোচ্যসূচি প্রস্তুত করবেন;

খ) নির্বাহী কমিটির সকল সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও নথিভুক্ত করবেন এবং পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন;

গ) সংসদের মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন;

ঘ) সংসদের সকল সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করবেন এবং কোষাধ্যক্ষের নির্দেশনায় হিসাব সংরক্ষণ করবেন। সহ-সভাপতির সম্মতিক্রমে মাসিক ব্যয়ের জন্য এককালীন অনধিক ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা কোষাধ্যক্ষের কাছ থেকে অগ্রিম গ্রহণ করতে পারবেন এবং সংশ্লিষ্ট ভাউচার সংরক্ষণ করে বিল সমন্বয় করবেন;

ঙ) সভাপতি বা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত কার্যাবলী বাস্তবায়ন করবেন ।

(৫) খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক:

ক) গঠনতন্ত্রের পরিশিষ্ট (ক)-এ বর্ণিত স্থায়ী ক্রীড়া কমিটি কর্তৃক স্বীকৃত বা অনুমোদিত খেলাধুলা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করবেন;

খ) কোষাধ্যক্ষের নির্দেশনায় এবং পরিশিষ্ট (ক)-এ নির্বাচিত বিভাগীয় খেলার অধিনায়কদের পরামর্শে ক্রীড়া বিভাগের জন্য কার্যসূচি ও বাজেট প্রস্তুত করবেন। এরপর এটি অনুমোদনের জন্য স্থায়ী ক্রীড়া কমিটির কাছে উপস্থাপন করবেন এবং নির্বাহী কমিটির কাছে জমা দিবেন যাতে তা' সংসদের সাধারণ কার্যক্রম ও বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা যায়;

গ) ক্রীড়া বিভাগের হিসাব সংরক্ষণ ও ব্যয়ের ভাউচার রাখবেন। বাজেটের সীমার মধ্যে ক্রীড়া বিভাগের ব্যয় নির্বাহের জন্য কোষাধ্যক্ষের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করবেন;
ঘ) ক্রীড়া কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন;
ঙ) ক্রীড়া কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

(৬) <u>সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক:</u>

ক) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের বিতর্ক, সাহিত্য এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবেন এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করবেন;
খ) কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি মেয়াদে এক বা একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন।

(৭) <u>দপ্তর সম্পাদক:</u>

ক) কার্যনির্বাহী কমিটির সভার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবেন, সভায় উপস্থিতির রেকর্ড, কার্যবিবরণী সংরক্ষণ এবং চাকসুর অফিস পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন।

(৮) <u>ছাত্রী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক:</u>

ক) ছাত্রীদের যেকোনো সমস্যা প্রশাসন এবং শিক্ষকদের কাছে উপস্থাপন করবেন এবং উক্ত সমস্যাগুলো প্রতিকারে ভূমিকা রাখবেন;
খ) নারী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নে কাজ করবেন;
গ) সংসদের একজন নির্বাচিত নারী সদস্য হিসেবে ছাত্রীদের কমনরুম এবং ইনডোর গেমস রুমের তত্ত্বাবধান করবেন।

(৯) <u>সমাজসেবা ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক:</u>

ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক দায়িত্ববোধের অংশ হিসেবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে শুভেচ্ছা সফর, বক্তৃতা এবং অন্যান্য সচেতনতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করবেন;
খ) বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব রাখতে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও রোড শো আয়োজন করবেন;
গ) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধি ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয় দেখভাল করবেন।

(১০) <u>গবেষণা ও উদ্ভাবন বিষয়ক সম্পাদক:</u>

ক) শিক্ষার্থীদের মধ্যে একাডেমিক গবেষণার প্রচার-প্রচারণার পাশাপাশি তাদেরকে গবেষণার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;
খ) সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণ গবেষক ও উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করবেন;
গ) সংবিধির পরিশিষ্ট (গ)-এ উল্লিখিত সম্পাদকীয় বোর্ডের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট জার্নাল প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করবেন;
ঘ) ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চতর গবেষণার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি সকলকে উদ্বুদ্ধ করবেন ও এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের International Affairs Office- এর সাথে যোগাযোগ রাখবেন।

(১১) <u>বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক:</u>

ক) বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক কার্যক্রম ও কর্মশালার আয়োজন, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, হ্যাকাথন বা টেক কনফারেন্সের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয়ে আগ্রহ বাড়ানো। শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণা ফান্ড, ল্যাব সুবিধা বা মেন্টরশিপ প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করতে প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রাখা;
খ) ডিজিটাল লিটারেসি ও প্রযুক্তি-সচেতনতা বৃদ্ধি, সাইবার সিকিউরিটি, ডিজিটাল প্রাইভেসি বা জাল তথ্য (Fake News) সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো। ক্যাম্পাসের ডিজিটাল সমস্যা (যেমন- ওয়াইফাই, সফটওয়্যার লাইসেন্স) সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া;

গ) গঠনতন্ত্রের পরিশিষ্ট (গ)-এ উল্লিখিত সম্পাদকীয় বোর্ডে সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(১২) স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক:

ক) শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি, মানসিক স্বাস্থ্য, মহামারী ও মাদকাসক্তি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করবেন;
খ) শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণে ভূমিকা রাখবেন;
গ) স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রক্তদান কর্মসূচি ও ডেন্টাল ক্যাম্পসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করবেন;
ঘ) অসুস্থ শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা ও তত্ত্বাবধান করবেন;
ঙ) স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রতিবেদন, তথ্যচিত্র, পোস্টার ও অন্যান্য মিডিয়ার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও কর্মসূচীর বিষয় প্রচার করবেন।

(১৩) মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক :

১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০ এর গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থান এর মতো ঘটনাসমূহের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

(১৪) 'ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট' ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক :

শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনের আকাঙ্খাকে উন্নত করতে এবং তাদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদান করার নিমিত্তে কর্মশালা, সেমিনার ও জব ফেয়ার ইত্যাদি ক্যারিয়ার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা ও ক্যারিয়ার গঠনের বিষয়ে সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির বিষয়ে কাজ করবেন। তিনি বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন দেশের সরকার, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কুইজ প্রতিযোগিতা, বিদেশ ভ্রমন এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম আয়োজনের দায়িত্ব পালন করবেন এবং আমাদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করবেন।

(১৫) যোগাযোগ ও আবাসন বিষয়ক সম্পাদক:

ক) শিক্ষার্থীদের আবাসন সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখবেন;
খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শাটল ট্রেন, বিভিন্ন রুটে চলাচলকারী পরিবহন ও অন্যান্য যোগাযোগ বিষয়ক সমস্যা নিরসনে কাজ করবেন;
গ) প্রয়োজনে নতুন আবাসন ব্যবস্থা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবেন।

(১৬) আইন ও মানবধিকার বিষয়ক সম্পাদক:

ক) সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন, কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে আরো সচেতন, যোগ্যতাসম্পন্ন, চিন্তাশীল ও সোচ্চার শিক্ষার্থী তৈরির লক্ষ্যে কর্মসূচি আয়োজন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবাধিকার ও আইন সম্পর্কিত সচেতনা বৃদ্ধির দায়িত্বে থাকবেন;
খ) শিক্ষার্থীদের মানবাধিকার সংরক্ষণে আইনগত সহায়তা প্রদানে ভূমিকা পালন করবেন।
গ) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীদের মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখভাল করবেন।

(১৭) পাঠাগার ও ক্যাফেটোরিয়া বিষয়ক সম্পাদক:

শিক্ষার্থীদের কমন রুম, পাঠকক্ষ, ইনডোর গেমস রুম এবং ক্যাফেটেরিয়ার দায়িত্বে থাকবেন। পাশাপাশি ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতার আয়োজন করবেন এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন।

(১৮) যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক:

ক) যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন এবং তার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন;
খ) সভাপতি অথবা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

(১৯) সহ-সম্পাদক:

ক) ধারা ৭- এর অধীনে উল্লিখিত সকল সহ-সম্পাদক তাদের নিজ নিজ বিভাগের সম্পাদককে দায়িত্ব পালনে সহায়তা করবেন এবং সম্পাদকদের অনুপস্থিতিতে তাদের সমস্ত দায়িত্ব পালন করবেন;
খ) সহ-সম্পাদকরা তাদের নিজস্ব দায়িত্ব ছাড়াও, প্রয়োজন অনুযায়ী সাধারণ সম্পাদককে সহায়তা করবেন;

(২০) নির্বাহী সদস্য:

ক) নির্বাহী সদস্যবৃন্দ সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য বিভাগীয় সম্পাদকবৃন্দকে দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করবেন।
খ) সভাপতি ও নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

৮. সভা এবং কোরাম:

ক) সংসদের দুই প্রকার সভা অনুষ্ঠিত হবে:
১) সাধারণ সভা
২) নির্বাহী কমিটির সভা
খ) নির্বাহী কমিটির সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ মিলে সভার কোরাম হবে, তবে বাজেট সভার ক্ষেত্রে সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যা অনুযায়ী কমপক্ষে ৫০% সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে। স্থগিত সভার জন্য কোনো কোরামের প্রয়োজন হবে না;
গ) নির্বাহী কমিটির সভার জন্য কমপক্ষে ৩ দিন পূর্বে এবং সংসদের সাধারণ সভার জন্য কমপক্ষে ৭ দিন পূর্বে স্পষ্ট নোটিশ প্রদান করতে হবে। তবে জরুরি সভার ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।
ঘ) সংসদের সভা আহ্বানের জন্য সংসদের কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য দ্বারা স্বাক্ষরিত একটি অনুরোধপত্র সভাপতির নিকট পেশ করা হলে সভাপতি সাধারণ সম্পাদককে সভার নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ২ দিন পূর্বে ওই সভা সম্পর্কে নির্বাহী কমিটির সদস্যদেরকে অবহিত করার জন্যে নির্দেশ প্রদান করবেন;
ঙ) যে কোন জরুরি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত সভাপতি সর্বনিম্ন ২ ঘন্টার নোটিশে জরুরি সভা আহ্বান করতে পারবেন।

৯. সভায় আলোচনার নিয়মাবলি:

ক) সভায় উত্থাপিত প্রতিটি প্রস্তাব অবশ্যই অন্য একজন সদস্য কর্তৃক সমর্থিত হতে হবে; অন্যথায় তা' উত্থাপিত হয়নি মর্মে গণ্য হবে;
খ) অন্যান্য সদস্যদের মতোই সভাপতিরও প্রস্তাব বা সংশোধনী উত্থাপন বা সমর্থন করার এবং সভায় ভাষণ দেওয়ার অধিকার থাকবে;
গ) আলোচনার সময়ে যেকোনো সদস্য দাঁড়িয়ে নিয়ম লঙ্ঘনের বিষয়ে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেন। যদি কোনো সদস্য অন্য সদস্যের বক্তৃতার সময় নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ করেন, তবে ঐ বক্তাকে থামতে হবে এবং সভাপতির সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত তাকে বক্তৃতা বন্ধ রাখতে হবে। সভাপতিই নিয়ম লঙ্ঘনের বিষয়ে চূড়ান্ত বিচারক এবং তিনি নিজের উদ্যোগে বা অন্য কোনো সদস্যের অভিযোগের ভিত্তিতে বক্তাকে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে নির্দেশ দিতে পারবেন। যদি সংশ্লিষ্ট সদস্য এই নির্দেশ উপেক্ষা করেন, তবে সভাপতি তাকে বসে যেতে আদেশ দিতে পারবেন। তবে ঐ সদস্য সভাপতির আদেশ অমান্য করলে, সভাপতি তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে সভা থেকে বহিষ্কার করতে পারবেন, এবং সেক্ষেত্রে উক্ত সদস্যকে অবিলম্বে সভাস্থল ত্যাগ করতে হবে।

ঘ) কোনো প্রস্তাব বা সংশোধনী প্রস্তাব ভোটদানের জন্য উত্থাপনের সময় সভাপতি হাত তুলে সভার সদস্যদেরকে মতামত প্রদানের জন্য আহ্বান জানাবেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে ঐ প্রস্তাব বা সংশোধনী প্রস্তাবের ফলাফল ঘোষণা করবেন;

ঙ) সভাপতির ভোটাধিকার থাকবে এবং সদস্যসংখ্যা সমান হলে তিনি সিদ্ধান্তমূলক ভোট প্রদান করবেন ;

চ) কোনো আলোচনা দীর্ঘায়িত হলে, সভাপতি পরিস্থিতি বিবেচনায় বক্তৃতার দৈর্ঘ্য সীমিত করতে পারবেন। পাশাপাশি তিনি আলোচনা বন্ধ করে প্রস্তাবকারীকে মতামত জানাতে আহ্বান করতে পারবেন অথবা পরবর্তী সভা পর্যন্ত আলোচনাটি স্থগিত করতে পারবেন।

১০. <u>নির্বাচন বিধি:</u>

ক) সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ ব্যতীত নির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ প্রতি বছর উপাচার্য কর্তৃক নির্ধারিত একটি তারিখে ও পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

খ) উপাচার্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল ছাত্র সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন। নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী বিধিমালা প্রস্তুত করবে। যা উপাচার্যের অনুমোদনের পর কার্যকর হবে;

গ) সংসদের প্রত্যেক নিয়মিত সাধারণ সদস্য নির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচনে ভোটদানের এবং কমিটির বিভিন্ন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকারী হবেন (সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষের পদ ব্যতীত);

ঘ) নির্বাচনে প্রার্থী হতে ইচ্ছুক প্রত্যেক সদস্যের নাম অবশ্যই একজন নিয়মিত শিক্ষার্থী সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং অন্য একজন নিয়মিত শিক্ষার্থী সদস্য কর্তৃক লিখিতভাবে সমর্থিত হতে হবে;

ঙ) মনোনয়ন প্রক্রিয়ার সময়, প্রত্যেক প্রার্থীকে স্বয়ং অথবা (লিখিতভাবে অনুমোদিত) কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য তার লিখিত সম্মতি জানাতে হবে;

চ) প্রত্যেক প্রার্থী পৃথক পৃথক মনোনয়নপত্রের মাধ্যমে মনোনীত হবেন;

ছ) প্রতিটি মনোনয়নপত্র নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রার্থী কর্তৃক বা তার প্রস্তাবক/সমর্থকের মাধ্যমে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে জমা দিতে হবে;

জ) নির্বাচনে মনোনীত কোনো প্রার্থী তার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে চাইলে নির্বাচন কমিশনের কাছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত ও স্বাক্ষরিত প্রত্যাহারপত্র জমা দিতে হবে;

ঝ) নির্বাচন কমিশন অথবা কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। নির্বাচন আয়োজন এবং এর তারিখ ও সময় নির্ধারণের দায়িত্ব সভাপতির উপর ন্যস্ত থাকবে;

ঞ) নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের তারিখ, সময় এবং স্থান সংশ্লিষ্ট সদস্যদের অবহিত করবেন;

ট) নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র যাচাই করবেন এবং যেকোনো অভিযোগ নিষ্পত্তি করে নিয়ম অনুযায়ী বৈধ না হলে উক্ত মনোনয়নপত্র বাতিল করবেন। বাতিলের কারণ লিখিতভাবে উল্লেখ করতে হবে;

ঠ) মনোনয়নপত্র যাচাইয়ের সময় নির্বাচনের প্রার্থীরা স্বয়ং উপস্থিত থাকতে পারবেন অথবা নিজেদের অনুমোদিত প্রতিনিধি রাখতে পারবেন;

ড) ভোট গণনার সময় প্রার্থী তাঁর লিখিতভাবে অনুমোদিত কোন বৈধ শিক্ষার্থীকে এজেন্ট হিসেবে মনোনীত করতে পারবেন;

ঢ) নির্বাচন সংক্রান্ত যেকোনো অভিযোগ বা আপত্তি ফলাফল প্রকাশের ৩ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে দাখিল করতে হবে এবং এ বিষয়ে উপাচার্যের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১১. <u>পদাধিকারী নির্বাচন:</u>

উপাচার্য (সভাপতি) কর্তৃক নির্ধারিত এবং যথাযথভাবে ঘোষিত তারিখে সকল পদাধিকারী (সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ ব্যতীত) সরাসরি সাধারণ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবেন।

১২. শূন্যপদ পূরণ:

নির্বাহী কমিটির কোনো সদস্য পদত্যাগ করলে, পদ থেকে অপসারিত হলে অথবা মৃত্যুবরণ করলে সংশ্লিষ্ট শূন্যপদটি নির্বাহী কমিটির উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা যাবে। নবনির্বাচিত সদস্য অবশিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ঐ পদে দায়িত্ব পালন করবেন।

১৩. নিরীক্ষা বোর্ড:

সভাপতি কর্তৃক মনোনীত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন শিক্ষকের সমন্বয়ে একটি নিরীক্ষা বোর্ড গঠিত হবে। উক্ত বোর্ড প্রতি বছর ২ বার সংসদের হিসাবপত্র পর্যালোচনা করবে। বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্ততঃপক্ষে একজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। সংসদের সাধারণ সম্পাদক নিরীক্ষা বোর্ডের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন, তবে তিনি বোর্ডের সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন না। নির্বাহী কমিটি প্রস্তাবের মাধ্যমে সচিবকে নিরীক্ষা বোর্ডের সভা আহ্বান করার নির্দেশ দিতে পারবে। নিরীক্ষা বোর্ডের প্রতিবেদন সচিব কর্তৃক নির্বাহী কমিটির সভায় আলোচনা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

১৪. গঠনতন্ত্র সংশোধন:

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট, প্রয়োজন অনুযায়ী নিজস্ব উদ্যোগে বা সংসদের সভাপতির সুপারিশক্রমে, গঠনতন্ত্রের নিয়মাবলী বা এর অধীনে থাকা যেকোনো বিধান বা এর কোনো নির্দিষ্ট অংশ সংযোজন, পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারবে। সংশোধনীটি সিন্ডিকেট কর্তৃক পাসের তারিখ অথবা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যেকোনো তারিখ থেকে কার্যকর হবে। তবে, যদি সংসদের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য সভাপতির মাধ্যমে সংশোধনীর প্রস্তাব সিন্ডিকেটের কাছে বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করেন, তা' হলে সিন্ডিকেট উক্ত সংশোধনীর বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

... ...

পরিশিষ্ট - ক

ক্রীড়া কমিটি

ক) সভাপতি :-	সংসদের সভাপতি (পদাধিকার বলে)
খ) কোষাধ্যক্ষ :-	কোষাধ্যক্ষ (পদাধিকার বলে)
গ) সম্পাদক :-	সংসদের খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক (পদাধিকার বলে)
ঘ) সদস্য :-	১) সভাপতি, ক্রীড়া উপদেষ্টা কমিটি, চ.বি. ২) শারীরিক শিক্ষা পরিচালক ৩) সংসদের সহ-সভাপতি ৪) সহ- খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক

পরিশিষ্ট - খ

ম্যাগাজিনের সম্পাদকীয় বোর্ড

ক) চেয়ারম্যান :-	সংসদের সহ-সভাপতি (পদাধিকার বলে)
খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন শিক্ষক :-	সভাপতি কর্তৃক মনোনীত
গ) সম্পাদক :-	সংসদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক
ঘ) সহকারী সম্পাদক(গণ) :-	নির্বাহী কমিটির সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত

পরিশিষ্ট - গ

জার্নালের সম্পাদকীয় বোর্ড

ক) চেয়ারম্যান :-	সংসদের সহ-সভাপতি (পদাধিকার বলে)
খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন শিক্ষক :-	সভাপতি কর্তৃক মনোনীত
গ) সম্পাদক :-	সংসদের গবেষণা ও উদ্ভাবন সম্পাদক
ঘ) সহকারী সম্পাদক(গণ) :-	নির্বাহী কমিটির সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত
চ) সংসদের বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক :-	(পদাধিকার বলে সদস্য)